রৌমারী সীমান্ত এখন শান্ত

❑ দুই দফা ফ্লাগ মিটিং ❑ গুলী বিনিময় বন্ধ ❑ বিএসএফ -এর পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তন ❑ আলোচনার মাধ্যমে সংকট নিরসনে সমঝোতা ❑ বাতাসে পচা লাশের গন্ধ

মোড়ল নজরুল ইসলাম ॥ কুড়িগ্রামের রৌমারী সীমান্তে গত বৃহস্পতিবার দিবাগত মধ্যরাত হইতে বিডিআর-বিএসএফ সদস্যদের মধ্যে কোনপ্রকার গুলী বিনিময় হয় নাই। পরিস্থিতি শান্ত রহিয়াছে। ভারতীয় বিএসএফ রৌমারী সীমান্তের আন্তর্জাতিক সীমারেখা বরাবর ফিরিয়া গিয়াছে। গতকাল বিডিআর ও বিএসএফ সদস্যদের মধ্যে ব্যাটালিয়ান ও সেক্টর পর্যায়ে ফ্লাগ মিটিং অনুষ্ঠিত হইয়াছে। উভয় গ্রুপের সদস্যরা আর গুলী বিনিময় না করা এবং সমঝোতার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানে সম্মত হইয়াছে। পাশাপাশি বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে গত কয়েকদিনে সৃষ্ট উত্তেজনা প্রশমনে উভয় দেশের পররাষ্ট্র সচিব পর্যায়ে টেলিফোনে কথা হইয়াছে এবং শীঘ্রই উভয় দেশের উচ্চপর্যায়ে আরও আলোচনার সম্ভাবনা রহিয়াছে। সিলেটের তামাবিল সীমান্তের পাদুয়া গ্রামের সমস্যার সমাধান হওয়ায় পাদুয়া পরিস্থিতি সম্পূর্ণ শান্ত রহিয়াছে। এদিকে রৌমারী সীমান্তে বিডিআর-বিএসএফ-এর মধ্যে সংঘর্ষে নিহত ১৬ জন বিএসএফ সদস্যের মধ্যে ১৫ জনের লাশের ময়না তদন্ত ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ মর্গে সম্পন্ন হইয়াছে। রাতে লাশগুলি ভারতের নিকট হস্তান্তর করা হয়।

এদিকে রৌমারী হইতে আমাদের প্রতিনিধি জানান, রৌমারী সীমান্ত হইতে বিএসএফ হটিয়া যাওয়ার পর এলাকার হাজার হাজার মানুষ পুনরায় নিজ নিজ বাড়ীঘরে ফিরিয়া আসিতে শুরু করিয়াছে। গতকালও বড়াইবাড়ী এলাকায় ধান ক্ষেত হইতে পচা লাশের দুর্গন্ধ পাওয়া যায়। বিডিআর এলাকায় পূর্ণ সতর্ক অবস্থায় রহিয়াছে। তবে গতকাল রৌমারী সীমান্তে কোনপ্রকার গুলী বিনিময় হয় নাই।

রংপুর হইতে ওয়াদুদ আলী জানান, গতকাল শুক্রবার বড়াইবাড়ী সীমান্তে বিডিআর ও বিএসএফের বৈঠক শেষে ভারতীয় সীমান্তরক্ষীরা বড়াইবাড়ী ছিটমহল ছাড়িয়া গিয়াছে। ১৫ বিএসএফের লাশ জামালপুরের কামালপুর সীমান্ত দিয়া হস্তান্তর করা হইয়াছে। গতকাল বিকাল সাড়ে ৫টায় দুই দেশের সীমান্তরক্ষীদের বৈঠক শুরু হয়, রাত পৌনে ৮টায় তাহা শেষ হয়। বৈঠকে বাংলাদেশ পক্ষে নেতৃত্ব দেন কর্নেল এনায়েত করিম। তাহাকে সহযোগিতা করেন লেঃ কর্নেল শাহিরুজ্জামান (৩৩ ব্যাটালিয়ন)। ভারতের পক্ষে ছিলেন বিএসএফের আইজি। এদিকে বৃহস্পতিবার রাতে বিএসএফের গুলীতে আহত বিডিআরের ল্যান্স নায়েক নূরুল ইসলামকে রৌমারী হাসপাতালে ভর্তি করা হইয়াছে। তাহার অবস্থা গুরুতর। রৌমারীতে যোগাযোগ করিয়া জানা যায় সেখানকার কমপক্ষে ৫০টি গ্রামের মানুষ বৃহস্পতিবারের গোলাগুলীর কারণে বাড়ীঘর ছাড়িয়া অন্যত্র আশ্রয় নিয়াছে। গতকাল সকাল ৭টা পর্যন্ত গোলাগুলীর পর সকাল সাড়ে ১১টায় বৈঠকের উদ্যোগ নেওয়া হইলে বিএসএফ বাংলাদেশের বড়াইবাড়ীসহ আশপাশে তল্লাশী অভিযান চালাইবার জন্য প্রস্তাব দেয়। তাহাদের প্রস্তাবে বাংলাদেশ রাজী না হওয়ায় বৈঠক বিকাল সাড়ে ৪টায় ডাকা হয়। বিএসএফ সদস্যরা চাহিয়াছিল তল্লাশী চালাইয়া আরও কাহারও লাশ থাকিলে তাহা উদ্ধারসহ বাংলাদেশের গৃহীত ব্যবস্থা জানার জন্য। বৃহস্পতিবার রাতে বিএসএফ প্যারাসুটে করিয়া উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন আলো জ্বালাইয়া বাংলাদেশের অভ্যন্তরের দৃশ্য দেখে। এই আলো আকাশে দেখিয়া সীমান্তবাসীর মাঝে আরও আতংক দেখা দেয়। সূত্র মতে এখনও কিছু লাশ ধান ক্ষেতসহ জঙ্গলে পড়িয়া রহিয়াছে। গতকাল রৌমারী সীমান্তে লাশের গন্ধ পাওয়া গিয়াছে। বিডিআর-বিএসএফের বৈঠকের বিস্তারিত ফলাফল এখনও পাওয়া যায় নাই।

ময়মনসিংহ (দক্ষিণ) হইতে সংবাদদাতা জানান, কুড়িগ্রাম সীমান্তে নিহত ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর ১৬ জনের মধ্যে ১৫ জনের লাশের ময়না তদন্ত গতকাল শুক্রবার ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল মর্গে অনুষ্ঠিত হয়। ময়না তদন্ত শেষ হইলে লাশগুলি ধনুয়া কামালপুর সীমান্তে নিয়া যাওয়া হয়। ভারতের মেহেন্দ্রগঞ্জ ক্যাম্পের ভারতীয় কর্তৃপক্ষের নিকট লাশগুলি ফেরত দেওয়ার জন্য সেখানে নেওয়া হইয়াছে। মর্গের সূত্রে জানা যায়, নিহত বিএসএফ সদস্যদের মধ্যে একজন জংলী পোশাকধারী সেনা সদস্য ও একজন কোম্পানী কমান্ডার রহিয়াছে। নিহতদের মধ্যে তিনজন শিখ সৈন্যও রহিয়াছে।

পাদুয়ায় কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব বাংলাদেশেরই রহিয়াছে ..... পররাষ্ট্র সচিব

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ গতকাল ঢাকায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আয়োজিত এক ব্রিফিংয়ে পররাষ্ট্র সচিব সৈয়দ মোয়াজ্জেম আলী বলিয়াছেন, বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সুদীর্ঘকালের পরীক্ষিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রহিয়াছে। গত কয়েকদিনের সীমান্ত সংকটে এই বন্ধুত্বের কোন ক্ষতি হইবে না। তিনি বলেন, গতকাল রৌমারী সীমান্তের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ শান্ত রহিয়াছে এবং কোনপক্ষেই কোন গুলী চালানো হয় নাই। সিলেটের তামাবিল সীমান্তের পাদুয়া সম্পর্কে তিনি বলেন, উভয় দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মধ্যে সফল ফ্লাগ মিটিংয়ের পর যাহার যাহার পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া আসিয়াছে। তিনি বলেন, পাদুয়ায় একটি বিএসএফ-এর ক্যাম্প রহিয়াছে। একটি রাস্তা নির্মাণ করার জন্য বিডি আর সদস্যগণ তাৎক্ষণিকভাবে বাধা দেয় এবং বিএসএফ ক্যাম্পটি বেষ্টনী দিয়া রাখে। সফল আলোচনার পর বিএসএফ সদস্যরা রাস্তাটি ভাঙ্গিয়া ফেলায় বিডিআর সদস্যরাও তাহাদের বেষ্টনী তুলিয়া নিয়াছে। তিনি বলেন, পাদুয়ায় বাংলাদেশের কর্তৃত্ব সার্বভৌমত্ব রহিয়াছে এবং সেখানে বিডিআর-এর একটি পেট্রোল ষ্টেশনও রহিয়াছে। তিনি বলেন, পরবর্তীতে উচ্চপর্যায়ের আলোচনার সময় পাদুয়া হইতে বিএসএফ এর ক্যাম্পটি সরাইয়া নেওয়ার অনুরোধ করা হইবে। তিনি বলেন, পাদুয়া বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রণে রহিয়াছে। বাংলাদেশের নাগরিকরা পাদুয়ায় বসবাস করিতেছে এবং তাহারা এখানে নুড়িপাথর সংগ্রহ করিয়া বিক্রয়সহ অন্যান্য ব্যবসা-বাণিজ্য করিতেছে। তিনি রৌমারী সীমান্তে সম্পূর্ণ শান্ত থাকার তথ্য দিয়া বলেন, গতকাল দুপুরে রৌমারী সীমান্তে শূন্য লাইনে ব্যাটালিয়ন পর্যায়ে এবং বিকালে সেক্টর পর্যায়ে আলোচনা হইয়াছে। বর্তমান সীমান্ত এলাকা সম্পূর্ণ শান্ত রহিয়াছে। বিএসএফ সদস্যরা সীমান্তের আন্তর্জাতিক সীমানা পর্যন্ত সরিয়া গিয়াছে।

তিনি বলেন, বাংলাদেশ-ভারতের ২ হাজার কিলোমিটার সীমান্ত রহিয়াছে। এই দীর্ঘ সীমান্তে কোন মতপার্থক্য, বিবাদ থাকা অস্বাভাবিক নয়। তিনি বলেন, আমরা উভয় পক্ষ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এসব সমস্যার সমাধান করিতে পারিব। এক প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্র সচিব বলেন, বাংলাদেশের সীমান্ত আক্রান্ত হইলে বিডিআর তাৎক্ষণিকভাবে সীমান্ত রক্ষায় ব্যবস্থা নিতে পারে। এ ব্যাপারে ষ্ট্যান্ডিং অর্ডার দেওয়া রহিয়াছে। ইহার জন্য সরকারের অনুমোদন লাগে না। তিনি এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, বিডিআর সদস্যরা সীমান্ত রক্ষা করিয়াছে। সেনা সদস্যদের সম্পৃক্ততার প্রশ্নই আসে না। তিনি বলেন, বিডিআর-এর কাছে মর্টার নাই।

অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, বাংলাদেশ সীমান্তে ভারতীয় জঙ্গীবিমানের টহলের প্রতিবাদ জানান হইয়াছে। অপর এক প্রশ্নের জবাবে বিভিন্ন খবরে যে গুজবের কথা বলা হইয়াছে সে সম্পর্কে বলেন, গুজব সব সময় গুজবই। ইহার কোন ভিত্তি নাই।

বায়তুল মোকাররম মসজিদের খতিবকে অপসারণ না করার আহ্বান

ওলামা-মাশায়েখ কমিটির পক্ষে মওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ, মওলানা দেলোয়ার হোসেন সাঈদী, মওলানা আব্দুস সোবহান, মওলানা আবু তাহের, মওলানা কামালউদ্দিন জাফরী, মওলানা আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ এক যুক্ত বিবৃতিতে বায়তুল মোকাররম মসজিদের খতিব মওলানা ওবায়দুল হককে 'অপসারণের ষড়যন্ত্র' হইতে বিরত থাকার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন। বিবৃতিতে বলা হয়, ইসলাম সম্পর্কে তাহার আপোষহীন ও বলিষ্ঠ ভূমিকার কারণেই সরকার তাহার উপর ক্ষিপ্ত হইয়া তাহাকে অপসারণের ষড়যন্ত্র শুরু করিয়াছে।

ইসলামী ঐক্যজোট, ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটি, খেলাফত আন্দোলন, ইসলামী মোর্চা বাংলাদেশ প্রভৃতি সংগঠনের নেতৃবৃন্দ পৃথক পৃথক বিবৃতিতে গতকাল শুক্রবার বলেন, বায়তুল মোকাররম মসজিদের খতিব মওলানা ওবায়দুল হককে অপসারণের সরকারী ষড়যন্ত্রের পরিণাম শুভ হইবে না। বিবৃতিতে বলা হয়, খতিব ওবায়দুল হককে অন্যায়ভাবে অপসারণ এবং সরকারের কোন দলীয় ব্যক্তিকে খতীব পদে নিয়োগ কখনই মানিয়া নেওয়া হইবে না।

সুনামগঞ্জে এসিডে ঝলসাইয়া দেওয়া হইয়াছে বিধবাকে

সুনামগঞ্জ সংবাদদাতা ॥ সুনামগঞ্জের দিরাই উপজেলার ফাতেমানগর গ্রামে একদল দুর্বৃত্তের নিক্ষিপ্ত এসিডে সারা শরীর ঝলসাইয়া গিয়াছে ৫ সন্তানের জননী বিধবা নূরজাহান বেগমের (৩৫)। আশংকাজনক অবস্থায় তাহাকে সিলেট ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে।

জানা যায়, নূরজাহান বিভিন্ন বাড়ীতে কাজ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত। বৃহস্পতিবার রাতে কাজ সারিয়া বাড়ী ফিরিলে একদল দুর্বৃত্ত তাহার উপর এসিড নিক্ষেপ করিয়া দ্রুত পালাইয়া যায়। এসিড নিক্ষেপের ঘটনায় ৬ জনকে আসামী করিয়া একটি মামলা দায়ের করা হইয়াছে। পুলিশ সাহাবুদ্দিন (৭০) নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিয়াছে।

এক কেজি হেরোইন উদ্ধার ॥ সংঘবদ্ধ চক্র গ্রেফতার

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ রাজধানীতে হেরোইন বিক্রয়কারী একটি সংঘবদ্ধ চক্রকে গ্রেফতার করিয়া গোয়েন্দা পুলিশ এক কেজি হেরোইন উদ্ধার করিয়াছে। গতকাল শুক্রবার দুপুরে ক্রেতা সাজিয়া গোয়েন্দা পুলিশ হেরোইন উদ্ধার করে। পুলিশ জানায়, হেরোইন বিক্রয়কারী চক্রের ব্যাপারে ব্যাপক অনুসন্ধান চালাইয়া তাহাদের অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হইয়া অভিযান পরিচালনা করা হয়। ক্রেতা সাজিয়া যোগাযোগ করার পর গতকাল দুপুরে গোয়েন্দা পুলিশ জি-২৯, জাকির হোসেন রোডের বাসায় যায়। গৃহকর্তা আবুল কালাম ও তাহার সঙ্গী আসাদুর রহমান আসাদ, আকতারুজ্জামান, মামুন ও ইদ্রিস মিয়াকে গ্রেফতার করা হয়। ক্রেতারা আসলে পুলিশ বুঝিতে পারিয়া গ্রেফতারকৃতরা পাকিস্তানের তৈরী এক কেজি হেরোইন বাহির করিয়া দেয়। জিজ্ঞাসাবাদে তাহারা দীর্ঘদিন ধরিয়া হেরোইন বিক্রয় করার কথা স্বীকার করে। এই ব্যাপারে মোহাম্মদপুর থানায় মামলা দায়ের করা হয়।